13-5-79

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রযোজিত
শান্তিলতা পিকচার্সের চলচ্ছবি

সঙ্গীত : সুধীন দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য : পরিচালনা
শঙ্কর ভট্টাচার্য

দৌড়

শান্তিলতা পিকচার্স-এর চলচ্চিত্র প্রয়াস

দৌড়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **শঙ্কর ভট্টাচার্য**

প্রযোজনা	গীতরচনা
বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত	**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
সঙ্গীত	**সুধীন দাশগুপ্ত**
সুধীন দাশগুপ্ত	**শঙ্কর ভট্টাচার্য**

মূল কাহিনী		সম্পাদনা
সমরেশ মজুমদার	শব্দগ্রহণ	**গঙ্গাধর নস্কর**
চিত্রগ্রহণ	**লোকেন বসু**	রূপসজ্জা
ধ্রুবজ্যোতি বসু	**অনিল নন্দন**	**দেবী হালদার**
শিল্প নির্দেশনা		ব্যবস্থাপনা
সুনীতি মিত্র		**রবীন মুখোপাধ্যায়**

সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পূর্ণযোজনা জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

অংশগ্রহণে

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, রুবী সেন, জাহিরা, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, বিমল দেব, যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র, শেখর মজুমদার, দেবু বসু, প্রভাস সরকার, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা বসু, মাঃ গৌতম সেনগুপ্ত, মাঃ সঞ্জয় দেব, বাসব মিত্র, হর্ষ বসু ও অন্যান্য রুমা গুহঠাকুরতা (অতিথি), গীতা প্রধান, আলপনা দাশগুপ্তা, অনুসুয়া সেনগুপ্তা।

নেপথ্য কণ্ঠ : অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, গোপা গাঙ্গুলী. পঙ্কজ মিত্র ও সহশিল্পীবৃন্দ।

সহকারী কলাকুশলী

পরিচালনা-বুলু মুখোপাধ্যায়, সুজিত গুপ্ত ; চিত্রনাট্য-সিদ্ধার্থ দত্ত ; সংগীত-অলোকর নাথ দে ; সম্পাদনা-হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ; চিত্রগ্রহণ-নীলোৎপল সরকার, স্বপন নায়েক, স্বপন দত্ত ও পঙ্কজ দাশ ; রূপসজ্জা বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ; শিল্প নির্দেশনা বুদ্ধদেব ঘোষ ; ব্যবস্থাপনা-রমেন দেব, সুরেশ দাশ, যতীনদাশ, শব্দগ্রহণ-ভোলা সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী ; পরিস্ফুটনে-বীরেন গুহ বিশ্বাস, রবি ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, দুলাল সাহা, ফণি সরকার, কানাই ব্যানার্জী, অবনী মজুমদার।

স্থিরচিত্র পিক্‌স্ ষ্টুডিও

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, ডক লেবার বোর্ড, পার্ক হোটেল, কলিকাতা পুলিশ, চন্দ্রালয়, হস্‌পিট্যাল অ্যাপলায়ান্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, কাফে-ডি-মানকো, মালঞ্চ রেস্তোরাঁ, টি, কে, ব্যানার্জী, মলয় ভট্টাচার্য, সবুজ শিখা, সৈনিক সংঘ. রমলা বসু, অশোক কাপাডিয়া, অসীম চক্রবর্তী, দুলেন্দ্র ভৌমিক, সুখেন বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপ চন্দ্র।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং কলকাতার নাগরিকবৃন্দ

নিউথিয়েটার্স ১নং ও টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে চিত্রায়িত ইণ্ডিয়া ফিল্‌ম ল্যাবরেটরিতে আর, বি, মেহেতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত গান ইনরেকো রেকর্ডে।

বিশ্বপরিবেশনা—**নারায়ণী চিত্রম্**

দৌড়

(কাহিনী সূত্র)

এই সময়ের মানুষ জীবনকে ভবিষ্যতের বিচিত্র পথে নিয়মিত করে বাঁধতে চায়। আসলে, সে খোঁজে সুন্দর, সুস্থ একটা চিন্তাহীন জীবন! সময়ে সময়ে বেতাল আর ধ্বংসাত্মক জীবনকে ভয় পেয়ে সে নিজেও ভবিষ্যতবিহীন হয়ে উঠে। তবু একটা সময় আসে—যখন সে একটা কিছু উপলব্ধি করে—চারদিকের এই কসাইখানার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসে—কিন্তু তখন সে একেবারে নতুন মানুষ।

কিন্তু কিসের জোরে এই উপলব্ধির উত্তরণ? মায়ের স্নেহ? র ভালোবাসা? মানুষের ঘৃণা? সমাজের উপেক্ষা? না, একজনের অহংকারের শেষ দান?

মিত্র অ-সচেতন জনতার একজন। সে সহজ। আত্মমগ্ন। রাজনীতি বিমুখ। সে ঠিক সময়ে অফিসে আসে। যায়। সহকর্মীদের সঙ্গে মিছিলে যাবার চেয়ে নীরার র বেশী প্রিয়।

যাকে রাকেশ ভালোবাসতো—সে পঙ্গু ছিল। নীরা পঙ্গু পা নিয়ে চাকাওয়ালা বসে হো-চি-মিনের কবিতার যাদুর মধ্যে সারাটা মন ডুবিয়ে দিত। তবু নীরা অনুভব তার আনন্দ শুধু স্বপ্নের বাসায় স্থায়ী হতে ন। রাকেশ ছিল তার কাছে মূর্ত্ত বাস্তব। রাকেশ বিশ্বাস করত—তাদের আরও া দিন অপেক্ষা করতে হবে।

ব দিন যাচ্ছিল। আদেশ। স্নিগ্ধতা। দেশের মাঝে মাঝে যাওয়া। কিছু সময় নীরার াটানো। অফিসে ফাইল লেখা। জীবন এই ানা চলছিল।

ই মুহূর্ত্তে—হঠাৎ—সময়টা বদলে গেল। থেমে কেউ একটা ভীষণ ভুল করলো। পুলিশ র্ট রাকেশকে রাজনৈতিক কর্মী বলে চিহ্নিত

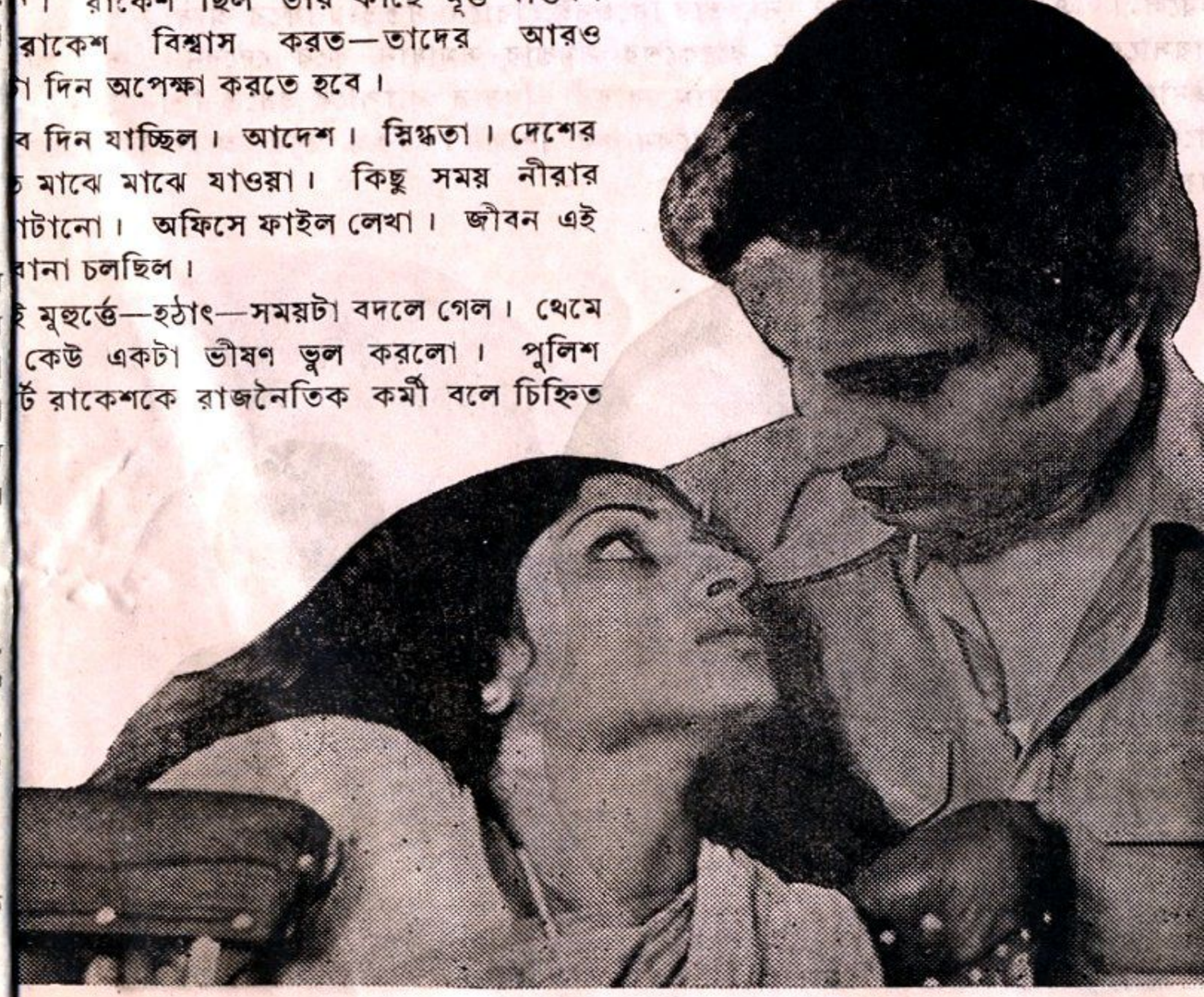

করা হল। ভীতিপ্রদ রুল ফাইভেরাকেশের চাকরী গেল।
অদৃষ্টের পরিহাস—যাকে পুলিশ খুঁজছিল সে কিন্তু অন্য রাকেশ
মিত্র—রাকেশ তাকে কলেজে একসময়ে ছাত্র হিসাবে চিনত।
রাকেশ অসহায় বোধ করল। তার সততা চীৎকার করে উঠলো।
কিন্তু তার কথা কে শুনবে? একজন বাঁধা নিয়মের আমলা?
ট্রেড ইউনিয়ন? না, সুহাসদা?

সুহাসদা—একসময়ে ছাত্রনেতা ছিলেন। বক্তৃতায়, আদর্শের
বুলিতে চারপাশ সরগরম করে রাখতেন। এখন তিনি সফল
ব্যক্তি। অগাধ প্রতিপত্তির মালিক। স্যাফারি স্যুট, স্কচের বোতল,
শনিবারের ঘোড়দৌড়ের জগতের প্রধান পুরুষ। তিনি সময়কে
মেনে নিয়েছেন। খুব চেনাপথ আর নিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে
পরিষ্কার ভাবে তিনি নিজেকে বিক্রী করে ফেলেছেন। কিন্তু
তবু কখনও সখনও পুরানো দিনগুলোর কথা তাঁর মনে পড়ে। মনে পড়ে—তখনকার দিনগু
কি মানে ছিল। কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এখন সবচেয়ে আগে যা তাঁর মনে আসে
হল ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

ঘোড়দৌড়ের মাঠেই সুহাসদা মিঃ রায়ের সঙ্গে রাকেশের আলাপ করিয়ে দিলেন। রায়
অবশ্যই রাকেশের চাকরী ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন কথা দিলেন। কিন্তু
হলেন শিকারী পাখী—দুই থাবা মেলে অতিদ্রুত মাটির খাবারে কামড় বসান। জি
রাকেশের সঙ্গে গল্প করতে দেখেছিলেন রায়সাহেব। জিনাকে তাই ভারী সুস্বাদু মনে হল তাঁ
জিনা—রূপসী বারবনিতা রাকেশের সহজ সারল্যকে পছন্দ করেছিলো। তার প্রতিদি
লুণ্ঠিত ও ঘৃণিত পৃথিবীতে রাকেশ নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছিল। জিনা তাকে জয় করবে
করলো। এ কি তার ধর্মনাশ? না, তার নিজেরই হারানো সততায় ফিরে আসা?
রায়সাহেব অতিদ্রুত কর্মী। তিনি রাকেশের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তার প
জিনাকে তাঁর চাই-ই। তাঁর বর্ত্তমান বান্ধবী রিয়ার ব্যাপারে হয়তে তিনি ক্লান্ত।
রাকেশকে 'ডি সি স বি'র কাছে নিয়ে যাবেন কথা দিলেন। কিন্তু তার আগে নিয়ে গে
রিয়ার বাড়ী।

রিয়াকে দেখে রাকেশ অবাক হয়ে গেল। এতো সেই রিয়া—যে
কলেজে তার সহপাঠী ছিল। এতো সেই লাজুক মেয়েটি—যে তার
ভালোবাসার কথা চিঠিতে রাকেশকে জানিয়েছিলো। আর রাকেশ
তখন শুধু কথা দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারত! কিন্তু নির্বিঘ্ন
নিরাপত্তা—এসব তৈরী করতে সময় দরকার। অথচ সময় তো থেমে
থাকে না। তাই তাদের সব আবেগের মৃত্যু হয়েছিলো
সেখানেই—। আবার তারা দুজনের কাছে দুজনে দূরের মানুষ
হয়ে রইলো। এটা কি কোনও ঘটনার যোগাযোগ ছিল? না
কারও নিষ্ঠুর মতলবের খেলা? রাকেশের এই দ্বিতীয় চিন্তা তাকে
অন্যপথে দাঁড় করিয়ে দিলো। হয়তো ঠিক পথে।

তার সমস্ত রাগ এবং আক্রোশ রায়সাহেবের ওপর গিয়ে পড়লো—
সে সব নষ্টের মূল হিসেবে ধরে নিয়েছিলো। জিনার ফ্লাটে সে রায়সাহেবকে ঘাড় ধরে
ন করে তাড়িয়ে দিলো। তার সহজ সততায় সে জিনাকেও এই পথ থেকে সরিয়ে নেবে
ছিলো। কিন্তু তা হবার নয়। ফ্লাটের সামনে এই রকম একটা কাণ্ড ঘটানোয় জিনা
শের উপর অসন্তুষ্ট হল। এবং তখন আর একটি ভাঙ্গণের সূত্রপাত হল। রাকেশ হতাশ
বরিয়ে এল।

শ একটা আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকলো। নীরার কাছে একটুখানি দেখা করা—কিংবা
ফোনে কথা বলা—তাও তার ভুল হয়ে যেতে থাকলো। একটা চরম উত্তেজনার মূহুর্তে
পড়ে গিয়ে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। এমন অসুস্থ—যে তার জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে
থাকলো।

শ এসবের কিছুই জানলো না। রায়সাহেব তাঁর অপমান ও অসম্মানের কথা ভুললেন না
এসবি' কে বলে দিলেন রাকেশকে নিষ্কৃতি না দিতে। তখন সুহাসদা ব্যাপারটা হাতে
ন। একটা সর্ত্ত ঠিক হল। রাকেশের পুলিশ রিপোর্ট বদলে দেওয়া হবে—যদি রাকেশ
ন রাকেশ মিত্রের ঠিকানাটা এনে দিতে পারে! রাকেশ যেন পরিত্রাণের একটা পথ খুঁজে পেল।
বলো, কেন শুধু শুধু সে কষ্টভোগ করবে? তাঁর জীবন কেন এভাবে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে যাবে?

সে আসল রাকেশ মিত্রের ঠিকানা খুঁজে বার করে পরের দিন সকালে ডিসি এসবি'র বা যাবে ঠিক করলো। কিন্তু তার আগে নীরাকে একবার বলতে হবে যে—তাদের সমস্যা শী মিটে যাচ্ছে।

কিন্তু নীরার সঙ্গে দেখা হল না। দেখা হল কতকগুলো মুখের সঙ্গে। নিস্তব্ধ। নিশ্চল। আ মুখ সে সব। শুধু ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ সময়কে জানান দিচ্ছে। আর নীরার জীবন তখন সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। রাকেশ ছুটে বেরিয়ে এল। তার জীবনের শেষ ভাঙ্গন বুঝি পূর্ণ

এক এক করে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সে রাত্রিটা রাস্তায় রাস্তায় কিসের খোঁজে ঘুরে বেড়াল। —একবার জিনার বাড়ী—একবার বাড়ী। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের মত করে বাঁচতে চাইছে। এই অনুভূতিটা রাকেশে নিজস্ব। —তাই সে একেবারে একা হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে, সে 'ডিসি এসবি'-র কাছে এল। শান্ত। স্থির। সংযত। এ ডিসি এসবি' কে কোনও কিছুই বললো না। নীচে সিঁড়িতে, সুহাসদার সঙ্গে দেখা হল—ত না। রাকেশ বেরিয়ে এল। সুহাসদা—লোহার ফটকের মধ্যে দাঁড়িয়ে বহু বছর আগে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে করলেন।

রাকেশ দৌড়তে শুরু করলো অন্য পথে—এবং সে পথ নীরার। যেখানে নীরা তার জন্য অ করে আছে। তার ভালোবাসার একটি মাত্র ফুল। অবশেষে নীরাও জিতে গেল। তারা মিলে আবার সব তৈরী করে নেবে। এটা সেই সময়। একটা নিয়মিত, নির্বিঘ্ন কিছু হয়তো—তবু এর অন্য কোনও মানে আছে। গভীর। গহন।

আরেকটা দৌড় তখন এই সবে শুরু হল।

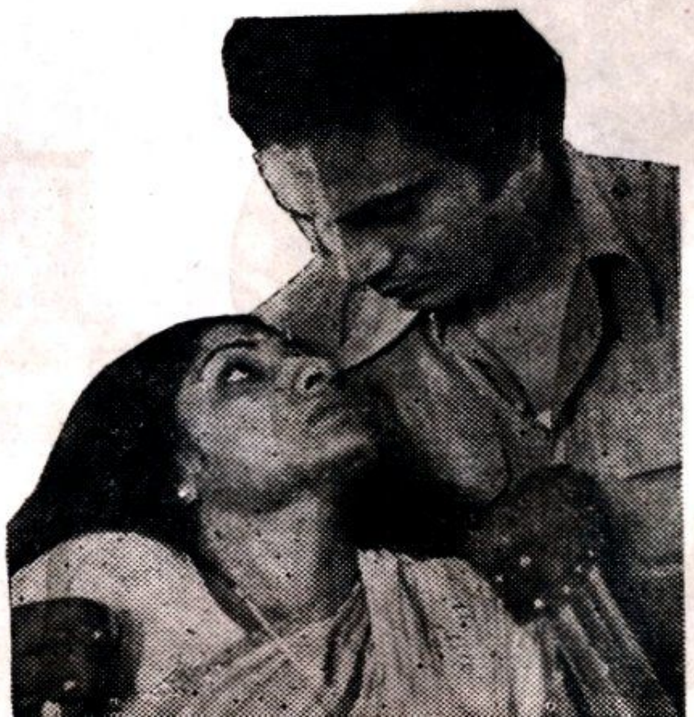

———

রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে দে
রে—
ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে ॥
ধারা যেমন বাধনহারা,
বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে
ফেরে ॥

রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধরে কে
রে—
র নাচন যেমন সকল কানন সেরে,
ন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
য় সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে ॥

গিটিরাও যদি রঙ বদলায়
শ্যাম যদুদের দোষ কি?
প্রাণীটারও থাকে যদি হিম্মৎ
জাতের তুই নোস কি?
হুইস্কি।
বেয়ারা হুইস্কি
গিটিরাও যদি রঙ বদলায়……
দলের দিন এসেছে যে ভাইরে
দলের দিন আজ
ল—ভাই সকল—কোটি হাতে ভাঙ্গ
শিকল
দুনিয়ার শ্বেত পীত কৃষ্ণ
রা যে এক, আমরা অভিন্ন
কের থাবায় সবাই বিপন্ন
তুলি আওয়াজ—"জিন্দাবাদ"

জিন্দাবাদ এই সংগ্রাম
কখনও মানবো না আপোষ কি ॥
হুইস্কি।
এই রাকেশ, নে না ভাই—হুইস্কি।
হরিদাস পালেদের নয়তো এ জমানা
কথাটা বলাই বাহুল্য
রাম-শ্যাম-যদুরাই মহাজন মহারাজ।
বাণিজ্য বোঝো ভায়া,—কিসে পাবে
জীবনের মূল্য?

হাতুড়ি খুঁজতো যারা, পেয়ে সুখী চামচে
ভরা মুঠি, তবে আর আপশোষ কি?
—হুইস্কি।
কি রে লজ্জা পাচ্ছিস?
বেয়ারা more whisky.
কমরেড শপথ মস্কোকি।
জমানাটা দিতে হবে বদলে;
লক্ষ হাতে ধরা হাতুড়ি তুলে আঘাত করতে
হবে লক্ষ্যে
রক্ত ঝরবে নিজ বক্ষে;

তবু ভাই ওরে লাল সৈনিক
মার কেন খাবো আর দৈনিক !
মানুষের স্বাধিকার ছিনিয়ে আনবো মোরা
আমাদেরই রক্তের মূল্যে ।
কমরেড জীবনের আপশোষ কি ?.....
হুইস্‌কি ।
বেয়ারা আয় বাবা, হুইস্‌কি ।
সামনে শুধু ভাই পথটা,
তফাৎ যাবার ওই মতটা,
দোলনা থেকে ওই শ্মশানের চুল্লী,
নয়তো বা কবরের গাড্ডায় ।
রামেরাই গলি খুঁজি ঘুরে ঘুরে যায়রে
রঙ লুটে মজাদার আড্ডায়
তোরা আড্ডার গাড্ডার কোথাকারও
নোস যদি
দরজায় পড়ে থাকা পাপোষ কি ?
হুইস্‌কি ।
বেয়ারা জলদি নাও হুঁহুঁ বাবা
হুইস্‌কি
এই-নে ॥

তিন ।

ললিতা সখি গো, এবার জাগায়ে দে শ্যাম ধনে
ব্রজবাসী নিশাশেষে দেখিবে কি অবশেষে
রাতজাগা অভিসার কলঙ্কিনী সনে ॥
মম আঁখির কাজল রেখা
শ্যাম অঙ্গে আছে লেখা
মুছায়েদে ও ললিতে সযতনে ॥
তৃষিত অধর মম
যেন ভূজঙ্গিনী সম
দংশনে একেছে ক্ষত শ্যাম বদনে
মুছায়ে দে ও ললিতে সযতনে ॥
এবার জাগায়ে দে শ্যামধনে ॥

চার ।

Oh buy me, Honey buy me.
All I want is money—money, mone
money, money, money, money.
I want to be sold,
That you think is gold.
All fleshand blood, with extacy
heavenly.
See how beautiful is my body
Look at my eyes and lips
—There's melody.
No matter if you're young or old
I'm for everyone, to everyone
a'sold
And that's my guarantee
Honey, buy me,
All I want is money
Please don't touch my heart.
My heart and body are apart
My heart is like a flower
But nobody seems to be aware
They would rather prefer the
synthetic perfum
Spread on my body readily.
Oh buy me, honey buy me.
All I want is money, money,
money, mone

আমাদের পরবর্তী ছবি

মালঞ্চ

(রঙিন)

কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ

প্রযোজনা—দর্শন

চিত্রনাট্য, পরিচালনা—পূর্ণেন্দু পত্রী

সঙ্গীত—নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে—মাধবী চক্রবর্তী, ধ্রুব মিত্র, সুমিত্রা মুখার্জ্জী, সন্তু মুখার্জ্জী, রবি ঘোষ, দীপালী চক্রবর্তী ও সন্তোষ দত্ত।

বিচার

(সূর্য্য সরকারের "প্রবাহ" অবলম্বনে)

প্রযোজনা—তারামা চিত্রম্

পরিচালনা—অজিত গাঙ্গুলী

সঙ্গীত—অজয় দাস

শ্রেষ্ঠাংশে—তনু শ্রীশংকর, সন্তু মুখার্জ্জী, কালী ব্যানার্জ্জী, সন্ধ্যারানী।

বড়ভাই

কাহিনী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রযোজনা—দূর্গা চিত্রম্

পরিচালনা—সুশীল মুখার্জ্জী

সঙ্গীত—অধীর বাগচী

শ্রেষ্ঠাংশে—দীপঙ্কর, মহুয়া, আরতি সত্যা ব্যানার্জ্জী, সন্তু ও সোমা মুখার্জ্জী।

বিশ্ব পরিবেশনায়

নারায়ণী চিত্রম্

৭, ইণ্ডিয়ান মির্র স্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪-৩৯৫৫